দৈনিক সংবাদ 239

তারিখ ... 06 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

৬১

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখন শিবিরের সশস্ত্র ঘাঁটি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ৫ই জুন।— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। ছাত্র শিবিরের কর্মী বা সমর্থক ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য কোন ছাত্র সংগঠনের কর্মী বা সমর্থকের প্রবেশাধিকার নেই। ছাত্রাবাসসমূহ ও ক্যাম্পাসের সর্বত্র কেবলমাত্র শিবিরকর্মীরা অবস্থান করছে। অবশ্য তাদের পাশাপাশি কিছুসংখ্যক পুলিশও ক্যাম্পাসে রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল গেটে তালা ঝুলিয়ে শিবিরকর্মীরা ভেতরে ঘোরাফেরা করছে। কোন শিক্ষক, ছাত্র বা কর্মচারী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারছেন না। জঙ্গী শিবিরকর্মীদের লাগাতার অপ-তৎপরতার মুখে আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠেয় সিনেট নির্বাচন এখন ভণ্ডুল হতে চলেছে। ছাত্র শিবির কাল আবারো বিশ্ববিদ্যালয়ে হরতাল ডেকেছে। পুরো ক্যাম্পাস অবরুদ্ধ করে রেখে পত্রিকায় বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে শিবির আহূত এটি উপর্যুপরি ষষ্ঠ হরতাল কর্মসূচী।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে "সিরাজুস সালেহীন" বাহিনীর দখলে। 'হেমায়েত বাহিনী', 'কেরামত বাহিনী'র পর ছাত্র শিবিরের আর্মড ক্যাডারের নতুন শাখার নাম 'সিরাজুস সালেহীন।' এদের বেশীর ভাগই বহিরাগত। সালেহীন বাহিনীর সুপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র কর্মীরা এখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের দখলদারিত্ব বজায় রাখার মূল দায়িত্ব নিয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, আজ চট্টগ্রাম শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পুলিশ বিশেষ তৎপরতা চালিয়েছে। সশস্ত্র ব্যক্তিরা ঘোরাফেরা করছে — এ মর্মে গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তাদের গ্রেফতারের জন্য বিভিন্ন যানবাহনে ব্যাপক তল্লাশি চালায়।

চট্টগ্রাম : পৃঃ ৭ কঃ ৪

(১ম পাতার পর)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য আজ বিকেলে শহরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে সাধারণ শিক্ষকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শতাধিক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

তারা বিভিন্ন নামে একটি ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক উপাচার্য, শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রাণনাশের প্রকাশ্য হুমকি প্রদানের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জানমালের নিরাপত্তার জন্য সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি জোর দাবী জানান। সভায় বক্তব্য রাখেন ডঃ ইনামুল হক, প্রফেসর হামিদা বানু, ডঃ মঈনুল ইসলাম, অধ্যাপক আবদুল মান্নান প্রমুখ। সভায় গৃহীত কতিপয় কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ৬ই জুন চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময়, ৭ই জুন বিকেল ৫টায় সাংবাদিক সম্মেলন এবং ৮ই জুন বিকেল সাড়ে ৪টায় ডাঃ মিলন চত্বরে শিক্ষক, অভিভাবক, পেশাজীবী, সংস্কৃতিকর্মী ও সর্বস্তরের নাগরিকদের একটি সমাবেশ।

চাকসু'র সাংবাদিক সম্মেলন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অবিলম্বে বহিরাগত সশস্ত্র যুবকদের গ্রেফতার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করার দাবী জানিয়েছে।

চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আজ বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে চাকসু নেতৃবৃন্দ বলেন, দীর্ঘ ৫ মাস পর গত ১৪ই মে খোলার পর পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাধ্যমে ছাত্র শিবির পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেবার চক্রান্ত করছে। নেতৃবৃন্দ বহিষ্কৃত ৫ জন ছাত্রকে ক্যাম্পাসে অবাহিত ও শোকজপ্রাপ্ত ৬৩ জনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবী জানান। তারা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য দেশবাসী ও ছাত্রসমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন চাকসু ভিপি নাজিমউদ্দিন, জিএস আজিমউদ্দিন প্রমুখ। বিভিন্ন হল সংসদের কর্মকর্তারা এতে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় ডাঃ মিলন চত্বরে (নিউমার্কেট চত্বর) চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের উদ্যোগে এক ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সমাবেশের ডাক দেয়া হয়েছে।

জঙ্গী শিবিরকর্মীদের বাধা ও হুমকির মুখে সাম্প্রতিক দুটো গুরুত্বপূর্ণ সভা হতে পারেনি। গত ৩০শে মে বৃহস্পতিবার উপাচার্যের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেট এবং গত ৩রা জুন সোমবার ১৯৯১-৯২ সালের বাজেট পর্যালোচনার জন্য সিন্ডিকেট ও ফিন্যান্স কমিটির যৌথ সভা হবার কথা ছিল। সভা দুটো বানচালের উদ্দেশ্যে ৩০শে মে থেকেই ছাত্র শিবির ও তাদের সমর্থক প্যাডসর্বস্ব শাখা সংগঠনগুলো লাগাতার আন্দোলন ও সন্ত্রাস শুরু করে।

৩০শে মে দুপুর থেকে সশস্ত্র শিবিরকর্মীরা উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনসহ কয়েকজন সম্মানিত সিন্ডিকেট সদস্যকে দীর্ঘ সাড়ে ৭ ঘন্টা তালাবদ্ধ করে রেখে এক ন্যক্কারজনক ঘটনার অবতারণা করে। এ সময় শিবিরকর্মীরা উপাচার্য ও শিক্ষকদের প্রতি অশালীন আচরণ ছাড়াও উপাচার্য অফিসের বিদ্যুৎ, পানি ও টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক এ প্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করেন যে, সময়মত প্রশাসনের সহযোগিতা পেলে এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না এবং ভিসি'কেও অনেক আগে ছাড়িয়ে আনা যেত। তারা বলেন, ভিসিকে মুক্ত করার ব্যাপারে আমরা জেলা প্রশাসনের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে গেলে তিনি জামাত ও শিবিরের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষ সমঝোতার প্রস্তাব দেন। শর্ত হলো, বহিষ্কৃত ৫ জন শিবিরকর্মীর বহিষ্কারাদেশ ও অপর ৬৩ জনের বিরুদ্ধে জারিকৃত শোকজ নোটিশ প্রত্যাহার করা হবে — এ মর্মে ভিসি'কে আশ্বাস দিতে হবে। বলাবাহুল্য, শিক্ষকেরা এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি। পরবর্তীতে যোগাযোগমন্ত্রী অলি আহমদের হস্তক্ষেপে ভিসি মুক্তি পান।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেছে। সিন্ডিকেটের এ গুরুত্বপূর্ণ সভায় তাদের রুটি-রুজি সংক্রান্ত কিছু সমস্যা আলোচিত হবার কথা ছিল। ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র সংগঠন দ্বারা এরকম 'ন্যক্কারজনক' ঘটনা ঘটতে তারা দেখেননি বলে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন।

সিনেট নির্বাচন

আগামীকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠেয় সিনেট নির্বাচন এখন অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে। ইতিমধ্যে জামাতপন্থী কতিপয় শিক্ষক ও তাদের মদদপুষ্ট ছাত্র শিবির এই নির্বাচন যে কোন মূল্যে ঠেকানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। ডঃ ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান ও ডঃ আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বাধীন একটি কাগুজে সংগঠন গত ১লা জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও সকল প্রশাসনিক কাজকর্ম বর্জনের ডাক দিয়েছে।

এই বর্জনের পেছনে আগামীকাল সিনেটে ৩৩ জন, একাডেমিক কাউন্সিলে ৬ জন এবং ফিন্যান্স কমিটিতে ১ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন বর্তমান উপাচার্য আলমগীর সিরাজুদ্দীনের অধীনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে না বলে অজুহাত দেখানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরকর্মীদের অব্যাহত সন্ত্রাসের কারণে নিরাপত্তার আশংকায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন হল ও ক্যাম্পাস ছেড়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে, গত ২৯শে মে বুধবার চট্টগ্রাম কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্রদলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর শিবিরকর্মীরা একই দিন রাতে অস্ত্রের মুখে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ও চাকসু নেতৃবৃন্দ এবং অন্যদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও হল ত্যাগ করতে বাধ্য